আইএসএল ফাইনালে হার মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্ন অধরাই থাকল মোহনবাগানের। ২৩ বছর পর যে সুযোগ এসেছিল সবুজ-মেরুনের কাছে, তা তারা কাজে লাগাতে পারল না। ডুরান্ড কাপ, আইএসএল লিগ-শিল্ডেই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাদের। আইএসএলের ফাইনালে বদলা নিল মুম্বই সিটি এফসি। মোহনবাগান হারল ১-২ ব্যবধানে। প্রথমার্ধে জেসন কামিংসের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে মুম্বইয়ের হয়ে সমতা ফেরান হর্হে পেরেরা দিয়াস। দ্বিতীয় গোল করেন বিপিন সিংহ। সংযুক্তি সময়ে তৃতীয় গোল ইয়াকুব ভোজটাসের। এই নিয়ে দু'বার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ফাইনালে গোল করলেন বিপিন। ২০২১ সালেও গোল করেছিলেন তিনি।

হারলেও এই ম্যাচে মোহনবাগানের অভিযোগ করার কিছুই নেই। অতি বড় মোহনবাগান সমর্থকও এটা বিশ্বাস করবেন, এ দিন যোগ্য দল হিসাবে জিতেছে মুম্বই। দুই অর্ধেই তাদের দাপট ছিল। ম্যাচের বেশির ভাগ সময়ে বল নিয়ন্ত্রণ করেছে তারাই। নিখুঁত পরিকল্পনামাফিক ফুটবল খেলেছে। এক দিকে যেমন একের পর এক আক্রমণ শাণিয়েছে শুভাশিস বসুর দিক থেকে, তেমনই অকেজো করে দেওয়া হয়েছে জনি কাউকোকে। খেলতে পারেননি দিমিত্রি পেত্রাতোস বা লিস্টন কোলাসোরাও। লিগ-শিল্ডের ম্যাচে যে খেলা মোহনবাগান খেলেছিল, তার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না এ দিন। মুম্বইয়ের কোচ পিটার ক্রাতকি আগের দিনই জানিয়েছিলেন, ফাইনালে অন্য মুম্বইকে দেখতে পাওয়া যাবে। সেটাই হল।

শনিবার খেলা শুরু হয় বেশ ধীরগতিতে। প্রথম দশ মিনিট শুধু পাস এবং মিস পাসের খেলা। দুই দলই চাইছিল মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিতে। কিন্তু সফল হচ্ছিল না কেউই। মুম্বইয়ের আক্রমণ তার মধ্যে কিছুটা বেশিই ছিল। মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা বেশি ক্ষণ পায়ে বল রাখতে পারছিলেন না। ধরে রাখতে গেলেই মুম্বইয়ের কোনও না কোনও খেলোয়াড় এসে তা ছিনিয়ে নিচ্ছিলেন।

শুরু থেকেই মুম্বইয়ের খেলোয়াড়দের প্রচুর দৌড়তে দেখা গেল। কেউ বল হারালে দাঁড়িয়ে পড়েননি। ছুটে গিয়ে বল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। মোহনবাগানের ফুটবলারদের পায়ে বল থাকলেও কেড়ে নেওয়ার জন্য একই রকম প্রচেষ্টা দেখা যায়। ১৩ মিনিটের মাথায় একটা ভাল আক্রমণ করেছিলেন অনিরুদ্ধ থাপা। তিরির সৌজন্যে বেঁচে যায় মুম্বই। দু'মিনিট পরেই লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের কর্নার থেকে মেহতাব সিংহের হেড বাইরে যায়।

প্রথমার্ধে খেলা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে মুম্বইয়ের আক্রমণও বাড়ছিল। মোহনবাগানের অর্ধে মুহুর্মুহু আক্রমণ তুলে আনছিল তারা। শুভাশিসের দিক থেকে খেলছিলেন ছাংতে। মুম্বইয়ের খেলোয়াড়কে আটকাতে গিয়ে উপরে উঠতে পারছিলেন না শুভাশিস। ফলে লিস্টন কোলাসোর উদ্দেশে বল বাড়ানোরও কেউ ছিল না। বলের খোঁজে লিস্টনকে নীচে নেমে আসতে হচ্ছিল। মোহনবাগান রক্ষণকে বার বার বিপদে ফেলছিলেন ছাংতে। প্রথম দিকে তাঁর সেট-পিস মোটেই ভাল হচ্ছিল না। দু'টি কর্নার এবং একটি ফ্রিকিক নষ্ট করেন তিনি। তবে ৩০ মিনিটের মাথায় তাঁর ফ্রিকিক বারে লাগে। বাঁ দিক থেকে নেওয়া শট বিশাল কাইথকে পরাস্ত করে ফেলেছিল।

'লেডি লাক' কি বদলে দিল স্টার্ককে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রাতে নিজের শেষ ওভারে মিচেল স্টার্ক যখন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের টপাটপ (৩টি) উইকেট তুলে নিচ্ছিলেন, টিভি ক্যামেরা বাববার খুঁজে নিচ্ছিল অ্যালিসা হিলিকে। ওভারের পঞ্চম বলে ইয়র্কারে জেরাল্ড কোয়েৎজির মিডল স্টাম্প উপড়ে ফেলে স্টার্ক যখন গর্জন করতে লাগলেন, হিলি তখন তাঁর বোলিং দেখে বিস্ময়ের ঘোরে বন্দী।

অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলারের সেই ট্রেডমার্ক ইয়র্কারেই ১২ বছর পর ওয়াংখেড়েতে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জয় নিশ্চিত হয়েছে। এ জয়ে মুম্বাইকে লিগ পর্ব থেকে প্রায় ছিটকে ফেলে প্লে,অফ পর্বের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে কলকাতা।

স্টার্ক,হিলির সম্পর্ক আবার বলতে হবে নাকি! তাঁরা স্বামী,স্ত্রী। ক্রিকেট ইতিহাসের একমাত্র দম্পতি, যাঁরা বিশ্বকাপ জয়ের অনন্য কীর্তি গড়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের 'পাওয়ার কাপল' হিসেবে পরিচিত স্টার্ক,হিলিকে এবারের আইপিএলে কালই প্রথমবার একই ভেন্যুতে দেখা গেল। মানে, স্বামী স্টার্কের খেলা মাঠে বসেই উপভোগ করেছেন স্ত্রী হিলি।আইপিএল নিলাম ইতিহাসের রেকর্ড ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে বিক্রি হওয়া স্টার্ক কি স্ত্রীকে কাছে পেয়েই বদলে গেলেন? কাল রাতে ৩৪ বছর বয়সী তারকার বোলিং দেখার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তো সে রকমই দাবি করা হচ্ছে। ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো যেটিকে বলছে 'লেডি লাক' বা 'লাকি চার্ম'।

এবারের আইপিএলে কাল রাতে মুম্বাইয়ের বিপক্ষে ম্যাচটির আগে স্টার্কের পারফরম্যান্স যে ছিল যাচ্ছেতাই। আগের ৮ ম্যাচে নিয়েছিলেন মাত্র ৭ উইকেট। বলার মতো পারফরম্যান্স বলতে ছিল শুধু লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে পয়লা বৈশাখের দিন ৩ উইকেট। এ ছাড়া ৪ ম্যাচে ছিলেন উইকেটশূন্য, ৪০,এর বেশি রান দিয়েছিলেন ৫ ম্যাচে। ইকোনমি রেট তো আরও ভয়ংকর; প্রায় ১২ ছুঁই ছুঁই।! তাঁর পেছনে এত টাকা ঢেলে শাহরুখ খানের দল ভুল করেছে কি না, তিনি আইপিএল ইতিহাসের 'সুপার ফ্লপ মিলিয়নিয়ার' হয়ে থাকবেন কি না, এমন প্রশ্নও উঠেছিল।

তবে কাল নিজস্ব কায়দার আইপিএলের প্লে,অফ পর্বের আগে ছন্দে ফেরার আভাস দিয়ে কলকাতা সমর্থকদের মনে যেমন স্বস্তি ফিরিয়েছেন স্টার্ক, তেমনি টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার জন্য খুশির আবহও তৈরি করেছেন। এবারের আইপিএলে ২০০ রানও যেখানে মামুলি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে কালকের ম্যাচটিকে ব্যতিক্রমই বলতে হয়। ওয়াংখেড়েতে কাল মুম্বাই,কলকাতা দুই দলই অলআউট হয়েছে। এমন ঘটনা ৬ বছর পর প্রথম দেখা গেল।

১৬৯ রান ডিফেন্ড করতে শুরুতেই উইকেট দরকার ছিল কলকাতার। নিজের প্রথম ওভারে ঈশান কিষানকে ফিরিয়ে সেই কাজটা করেছেন স্টার্ক। পরের ৩ উইকেট নিয়েছেন নিজের শেষ ওভারে। ম্যাচ শেষে স্টার্কের বোলিং ফিগার ৩.৫ ওভার,১২ ডট,৩৩ রান,৪ উইকেট, যা তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় সেরা।

স্টার্কের স্ত্রী ও অস্ট্রেলিয়া নারী দলের অধিনায়ক হিলি গত মার্চেই উত্তর প্রদেশ ওয়ারিয়র্সের হয়ে ডব্লুপিএল (মেয়েদের আইপিএল নামে পরিচিত) খেলেছেন। ডব্লুপিএল শেষ করেই অস্ট্রেলিয়া দল নিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশ সফরে, নিগার,ফারজানা,মারুফাদের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে আর টি, টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। সে সময় তাই স্টার্কের খেলা দেখতে ভারতে যাওয়া হয়নি।

ওয়াংখেড়েতে বুমরার '৫০'

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের আইপিএলে ব্যাটসম্যানদের তাণ্ডবে বোলাররা দিশাহারা হয়ে পড়লেও ব্যতিক্রম যশপ্রীত বমুরা। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের এই ভারতীয় ফাস্ট বোলার ১৭ উইকেট নিয়ে আসরের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিদের তালিকায় আছেন শীর্ষে। টুর্নামেন্টে কমপক্ষে ১০ ওভার বল করেছেন, এমন বোলারদের মধ্যে তাঁর ইকোনমি রেটই সবচেয়ে কম; ৬.২৫।

মুম্বাই ভালো করতে না পারলেও বুমরা তাঁর কাজটা ঠিকই

করে চলেছেন। গত রাতে তো নতুন এক কীর্তিও গড়ে ফেলেছেন। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কাল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে মুম্বাইয়ের হারের ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়েছেন বুমরা। এর মধ্যে দিয়ে আইপিএলে দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ওয়াংখেড়েতে ৫০ উইকেটের মাইলফলকের দেখা পেলেন ভারতের এই পেসার।

৩০ বছর বয়সী বুমরা কাল কলকাতার রমনদীপ সিং, মিচেল স্টার্ক ও ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে আউট করেছেন। ইনিংসের ১৮তম আর নিজের তৃতীয় ওভারের শেষ বলে স্টার্ককে বোল্ড করে ওয়াংখেড়েতে ৫০ উইকেট পূরণ করেন।

মুম্বাইয়ের ঘরের মাঠ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে এর আগে ৫০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন লাসিথ মালিঙ্গা। শ্রীলঙ্কার সাবেক এই পেসার বর্তমানে মুম্বাইয়ের বোলিং কোচের দায়িত্বে আছেন। আইপিএল ক্যারিয়ারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুম্বাইয়ের হয়ে খেলা মালিঙ্গা ওয়াংখেড়েতে মোট ৬৮ উইকেট পেয়েছেন, যা এই মাঠে সবচেয়ে বেশি। বুমরা কাল মালিঙ্গাকে সাক্ষী রেখেই নতুন কীর্তি গড়েছেন। তবে আইপিএলে এক ভেন্যুতে সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকারের রেকর্ডে মালিঙ্গা আছেন ২ নম্বরে। এ তালিকায় শীর্ষে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সুনীল নারাইন। কলকাতার 'ঘর' ইডেন গার্ডেনে নারাইন এখন পর্যন্ত ৬৯ উইকেট নিয়েছেন। রহস্যময় স্পিনে এখনো ব্যাটসম্যানদের তটস্থ করে রাখা নারাইন সংখ্যাটিকে যে আরও বাড়িয়ে নেবেন, তা নিশ্চিত করে বলাই যায়।

আইপিএলে এক মাঠে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার তালিকায় নারিন, মালিঙ্গার পর আছেন অমিত মিশ্র। ৪১ বছর বয়সী এই লেগ স্পিনার এবারের মৌসুমে খেলছেন লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে। তবে আইপিএলের ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ সময় তাঁর কেটেছে দিল্লি ক্যাপিটালসে। দিল্লির মাঠ অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে মিশ্রর উইকেট ৫৮টি।

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ৫২ উইকেট নিয়ে মিশ্রর পরেই আছেন আরেক লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল। ৩৩ বছর বয়সী চাহাল ২০২২ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ছেড়ে রাজস্থান রয়্যালসে নাম লিখিয়েছেন।

স্টার্ককে বোল্ড করে ওয়াংখেড়েতে ৫০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করা বুমরা পরে ভেঙ্কটেশকেও আউট করেছেন। ৫১ উইকেট নিয়ে তিনি এক মাঠে সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকারের তালিকায় বর্তমানে আছেন পাঁচে।

শীর্ষ দশের শেষ পাঁচজন হরভজন সিং, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ভুবনেশ্বর কুমার, ডোয়াইন ব্রাভো ও পীযূষ চাওলা।

সবচেয়ে দামি জার্সি রিয়াল মাদ্রিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সফল একটি মৌসুম শেষ করার দ্বারপ্রান্তে এখন রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগা শিরোপার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালও এখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শুধু মাঠের পারফরম্যান্সেই নয়, মাঠের বাইরে দারুণভাবে ঘুরছে রিয়ালের সাফল্যের চাকা। ফুটবলের তথ্য,উপাত্তভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম 'ফুটবল বেঞ্চমার্ক' এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে আয় বিচারে বর্তমানে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে রিয়ালের জার্সির মূল্য সবচেয়ে বেশি। যেখানে তারা পেছনে ফেলেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনাসহ ইউরোপের অন্যান্য পরাশক্তিদের।

ফুটবল বেঞ্চমার্কের প্রতিবেদন অনুসারে, রিয়াল জার্সি নিয়ে পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে সামগ্রিকভাবে আয় করে ১৯ কোটি ইউরো। এর মধ্যে কিটস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস থেকে তারা পায় ১২ কোটি ইউরো। আর দলের প্রধান স্পন্সর এমিরেটস রিয়ালকে দেয় বছরে ৭ কোটি ইউরো।

রিয়ালের পর তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে তাদের 'এল ক্লাসিকো' প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা। যাদের জার্সির আয় আসে বিশ্বখ্যাত কিট প্রস্তুতকারক নাইকি এবং স্ট্রিমিং পরিসেবা প্রতিষ্ঠান স্পটিফাই থেকে। এই দুই প্রতিষ্ঠান থেকে সামগ্রিকভাবে বার্সার আয় বছরে ১৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরো।

বার্সার পর এই তালিকায় আছে ফ্রেঞ্চ লিগ 'আঁ'র চ্যাম্পিয়নস পিএসজি। ক্লাবটি নাইকির কাছ থেকে ৮ কোটি ইউরো এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক কাতার এয়ারওয়েজের কাছ থেকে পায় ৬ কোটি ৬০ লাখ ইউরো। পিএসজির পর চারটি ক্লাবই অবশ্য ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের। এর মধ্যে সবার ওপরে আছে আর্সেনাল। এরপরের তিনটি স্থান যথাক্রমে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ম্যানচেস্টার সিটি এবং চেলসির। আর এ তালিকার অষ্টম স্থানে আছে বুন্দেসলিগার ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ। শীর্ষে থাকা রিয়ালের চেয়ে ৮ কোটি ইউরো ব্যবধানে পিছিয়ে আছে বাভারিয়ান ক্লাবটি।

জার্সি থেকে আয় অবশ্য এ দুটি পৃষ্ঠপোষকে আটকে নেই। সাম্প্রতিক সময়ে ক্লাবগুলো জার্সিকে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছে এবং জার্সির হাতাকেও স্পন্সরদের কাছ থেকে আয়ের উৎস হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। রিয়াল যেমন তিন মাস আগে নিজেদের হাতা ব্যবহারের জন্য চুক্তি করেছিল তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান এইচপির সঙ্গে। বার্সেলোনা এক বছরের বেশি সময় ধরে এ নিয়ে কাজ করছে টিপি ভিশনের সঙ্গে। এর বাইরে জার্সি বিক্রি থেকে ক্লাবগুলো বিপুল পরিমাণের আয় তো আছেই।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	৭ আগস্ট ২০০২
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	L27101WB2002PLC094979
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রেজিস্টার্ড অফিস : ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১২ কর্পোরেট অফিস : এসকেপি হাউস, ১৩২এ, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৬ ওয়েবসাইট : https://www.ankitmetal.com/
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৩ মে ২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৯ অক্টোবর ২০২৪ (ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	ক্ষিতিজ ছাউছারিয়া রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	প্রযত্নে বি ছাউছারিয়া অ্যান্ড কোং, ৮এ এবং ৮বি সত্যম টাওয়ারস, ৩ আলিপুর রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৭ ই : kshitiz@bccoindia.com (এএফএ বৈধ ২২ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত)
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ক্ষিতিজ ছাউছারিয়া প্রযত্নে জিটি রিস্ট্রাকচারিং সার্ভিসেস এলএলপি, ইউনিট ১৬০৩ এবং ১৬০৪, ইকো সেন্টার, প্লট নং ৪, স্ট্রিট নাম্বার ১৩, ইএম ব্লক, সেক্টর - ৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ ই : ip.ankitmetal@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৭ মে ২০২৪ (এনসিএলটি অর্ডার গ্রহণের তারিখ থেকে ১৪ দিন)
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) https://ibbi.gov.in/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে সি.পি. (আইবি) নং ৯১/কেবি/২০২৩, অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার তারিখ ৩ মে ২০২৪।
অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৭ মে ২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

ক্ষিতিজ ছাউছারিয়া
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড
(IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616)
এএফএ বৈধ ২২ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত
ই : ip.ankitmetal@gmail.com

তারিখ : ৫ মে ২০২৪
স্থান : কলকাতা

শাহরুখ খান জানালেন, কলকাতারও আছে 'জয় বীরু' ও 'সুপারম্যান'

নিজস্ব প্রতিনিধি: বলিউডে ২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'জয় বীরু' সিনেমাটা কি দেখেছেন? ফারদিন খান ও কুনাল খেমু অভিনীত সেই সিনেমাটা দুই বন্ধুর গল্প নিয়ে। কলকাতা নাইট রাইডার্সেও এমন জয়,বীরু জুটি আছে। আর সেটা জানিয়েছেন স্বয়ং কলকাতারই সহমালিক বলিউড কিংবদন্তি শাহরুখ খান।

পুনীত সিরা পরিচালিত সেই সিনেমায় দেখা গিয়েছিল, দুই বন্ধু জয় ও বীরু মিলে এক মাফিয়া ডনের বিরুদ্ধে লড়ছে। ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কলকাতার জয়, বীরু জুটির কাজটাও ঠিক তাই। ব্যাট হাতে দুজনেই ধ্বংসাত্মক। প্রতিপক্ষের বোলারদের একদম দুমড়ে,মুচড়ে দেন। কাদের কথা বলা হচ্ছে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই আন্দাজ করে ফেলেছেন? আচ্ছা, বলেই দেওয়া যাক;আন্দ্রে রাসেল ও রিংকু সিং।

আইপিএলে গতকাল রাতে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসকে ২৪ রানে হারিয়েছে কলকাতা। এ ম্যাচের আগে টিভি চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে 'নাইট ক্লাব প্রেজেন্টস;কিং খান রুলস' অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নিজের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে কথা বলেন শাহরুখ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেলের প্রশংসা করতে গিয়ে রিংকু সিংয়ের উদাহরণ টানেন কিংবদন্তি, 'অন্যান্য দারুণ কিছু গুণাবলীর পাশাপাশি সে (রাসেল) ছোটদের সঙ্গেও খুব ভালো। রিংকু এবং তার বন্ধন খুবই শক্তিশালী, জয়,বীরুর বন্ধুত্বের মতো। অনেক দিক থেকেই তারা আলাদা, তবু তারা একে,অপরকে ভালোবাসে, ক্রিকেটার এবং মানুষ হিসেবে একে,অপরকে সাহায্য

করে।' শাহরুখ রাসেলের 'অন্যান্য গুণাবলী' নিয়েও কথা বলেছেন। প্রথমত, রাসেলকে দেখে শাহরুখের ক্রিস গেইলকে মনে পড়ে। ২০০৯ সালে কলকাতার হয়ে খেলেছেন 'ইউনিভার্স বস'খ্যাত ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি গেইল।

এরপর রাসেলের ফ্যাশন সচেতনতারও প্রশংসা করেন কলকাতার এই সহমালিক, 'তাকে (রাসেলকে) দেখে আমাদের ইউনিভার্স বস মিস্টার গেইলকে মনে পড়ে। সে তার মতো এবং একটা ব্যাপার খুব ভালো লাগে যে সে ফ্যাশন,সচেতন। ভালো পোশাক পরতে পছন্দ করে, চুলের যত্ন নেয়। গতকাল রাতে যেমন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি দুই রঙের জুতা আছে? সে বলল, না তবে স্পাইকসের ডিজাইনার্স আছে। জানতে চাইলাম, সেগুলো কি গুচির ডিজাইনার্স স্পাইকস? সে বলল, হ্যাঁ। তার ফ্যাশন সচেতনতা আমি ভালোবাসি।'

মাঠে রাসেলকে যতটা ধ্বংসাত্মক রূপে দেখা যায়, মাঠের বাইরে কিন্তু তিনি অন্য মানুষ। শাহরুখ সে কথাও জানালেন, 'আন্দ্রের সঙ্গে সিরিয়াস আলোচনা করতে পারি না। সে খুবই মিস্টি স্বভাবের। মাঠে সে যেমন, বাস্তবে একদমই উল্টো। বাস্তবে সে বিনয়ী ও মিস্টি স্বভাবের। এমনকি নাচের সময়ও বিনয়ী। তাকে ফিট রাখা নিয়েই মূলত আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। কোনো সমস্যা হলে সে আমাদের জানায়। সে একজন দুর্দান্ত ক্রীড়াবিদ, মানুষ হিসেবেও খুব ভালো, বড় মাপের ক্রিকেটার।'

মুম্বাইয়ের বিপক্ষে গতকাল ৭ রানে আউট হলেও এবার আইপিএলে রাসেলকে চেনা রূপেই দেখা যাচ্ছে। ১০ ম্যাচে ৭ ইনিংসে ব্যাট করে ৩৭.২০ গড়ে ১৮৯.৭৯ স্ট্রাইক রেটে ১৮৬ রান করেছেন রাসেল, উইকেট নিয়েছেন ১১টি।

কলকাতা নাইট রাইডার্সে কিন্তু একজন 'সুপারম্যান'ও আছেন। শাহরুখ নিজেই দিলেন সেই সুপারম্যানের পরিচয়;সুনীল নারাইন, 'দলের মধ্যে আমরা তাকে সুপারম্যান বলে ডাকি। মাঠে সে কর্তৃত্বপরায়ন। সে এমন এক খেলোয়াড়, যে বোলিং, ব্যাটিং, উইকেটকিপিং, ফিল্ডিং;যেকোনো ভূমিকা রাখতে পারে।'

২০১২ ও ২০১৪ সালে কলকাতার আইপিএল জয়ে দারুণ ভূমিকা রেখেছিলেন নারাইন। আইপিএলে বিদেশি স্পিনারদের মধ্যে নারাইনের উইকেটসংখ্যাই সবচেয়ে বেশি (১৭২ ম্যাচে ১৭৬ উইকেট)।

কলকাতা নাইট রাইডার্সে এই দুই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটাও জানালেন শাহরুখ, 'একবার ভাবুন, চোটের কারণে তাদের পাচ্ছে না কেকেআর (কলকাতা নাইট রাইডার্স)। ভাবতেই কেমন যেন লাগে, মনে হয় তাদের ছাড়া কীভাবে সামলাব! তারা অনেক বছর ধরে আমাদের সঙ্গে আছে এবং যেভাবে দলকে সমর্থন দেয়, তারা আসলে পরিবারেরই অংশ।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**